

আকান সম্প্রদায় ও শিশুহত্যার সংস্কৃতি

কাজী জহিরুল ইসলাম

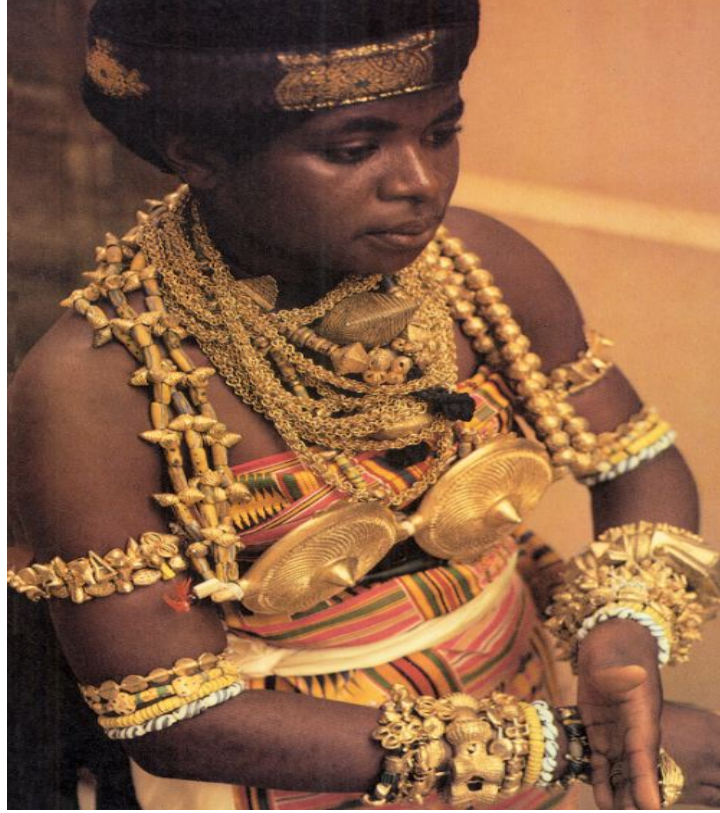
আটলান্টিকের ফেনা মাথায় নিয়ে জেগে উঠেছে আবিদজান শহর। ফরাসীরা এই শহরটিকে গড়ে তুলেছে প্যারিসের আদলে। কি নেই আবিদজান শহরে? বার, পাব থেকে শুরু করে চার ট্র্যাক রাস্তা, অসংখ্য ফ্লাইওভার, শত শত ইউরোপিয় মানের রেস্তোরা, নাইটক্লাব, বিশাল বিশাল গলফ ক্লাব, হাজারো সুইমিংপুল, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ মনোরম সি-বিচ, হেলথ ক্লাব, সব মিলিয়ে নীল লেগুনের পাড়ে গড়ে ওঠা একটি সুদৃশ্য নয়নাভিরাম আধুনিক শহর।

অথচ এই আধুনিক শহর থেকে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে আকান সম্প্রদায়ের শহর দাউব্রুতে এখনো শিশুহত্যার সংস্কৃতি পালিত হচ্ছে। মানুষ হত্যার সংস্কৃতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানান দেশে পালিত হয়ে আসছে। মিশরের রাজা-রানীরা মারা গেলে তাদের দাস-দাসীদের হত্যা করে রাজা-রানীর সাথে সমাহিত করা হতো। আমাদের উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথার কথা কে না জানে। নরবলীর প্রচলন অতি গোপনে পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনো পালিত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। আরব দেশে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হতো। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বন্ধ দরোজা খুলেছে, মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আলো ধীরে ধীরে তাড়িয়েছে এইসব নরহত্যা-সংস্কৃতির অভিশপ্ত অন্ধকার।



কিন্তু অন্ধকার মহাদেশখ্যাত আফ্রিকায় এখনো রয়ে গেছে এ জাতীয় কিছু নির্মম সংস্কৃতি। দাউব্রুর আকান সম্প্রদায় এখনো পালন করে শিশুহত্যার সংস্কৃতি। আকান সম্প্রদায়ের কিশোরী মেয়েরা ঋতুবতী হয় বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। জীবনের প্রথম ঋতুস্রাবের পর কিশোরীটিকে আকান সম্প্রদায় মহা ধুমধামে কমিউনিটির সকলের উপস্থিতিতে এক ধরণের সাদা পাথর ভেজানো পানি দিয়ে স্নান করায়। এটি একটি পুণ্য উৎসব। এই পুণ্য অর্জন না করে কোন মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে তার গর্ভের সন্তানকে অভিশপ্ত সন্তান আখ্যা দিয়ে জনের সাথে সাথেই হত্যা করা হয়।

আকান সম্প্রদায়ের প্রতিটি কিশোরীকে যৌবনের কুঁড়ি মেলবার আগেই সম্প্রদায়ের সকল নারী-পুরুষের সামনে দিনের আলোতে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হয় এই বিশেষ পবিত্র স্নানের বৈদীতো। দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হয়, দেখ আমি রক্ত বরাতে পারি, পুরুষের বীজ ধারণ করে জন্ম দিতে পারি আকান শিশু। আকান সম্প্রদায়ে অধিক সন্তানের জননীরা খুব সম্মানিত। যে নারীর যতো বেশি সন্তান সেই নারী ততো বেশি সম্মানিত। তবে যে কোন মায়ের দশম সন্তানকে ওরা মনে করে অভিশপ্ত সন্তান। দশম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হয়।



আকানদের মূল আবাস ঘানায়। কথিত আছে প্রাচীনকালে অত্র অঞ্চলের সমস্ত সোনার মালিক ছিল আকান সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘানার দক্ষিণাংশে এই সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তিতে এদের একটি বৃহৎ অংশ পার্শ্ববর্তি দেশ আইভরিকোস্টের দাউক্রুতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ঘানিয়ান এবং আইভরিয়ানরা এখনো বিশ্বাস করে আকানদের কাছে সোনার বিশাল ভান্ডার মজুত আছে। আর আকান গোত্রপতিরা বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে আজো সারা গায়ে সোনার অলঙ্কার, সোনার মুকুট, ঘুঙুর এবং সোনার শেকল পরে রক্ষা করে চলেছে পরম্পরা। দক্ষিণ ঘানা এবং আইভরিকোস্ট সীমান্তবর্তী এলাকায় আকান সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু মৃতশিল্প এবং মেটাফোরিক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে। এইসব শিল্পকর্মের কারুকার্য এবং আকার আকৃতি দেখে ধারণা করা হয় আকান সম্প্রদায় নেহায়েতই অশিক্ষিত কিংবা আফ্রিকার অন্য অনেক সম্প্রদায়ের মতো বর্বর ছিল না। তাদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ছিল এবং তা বেশ উচুমানের। শেষকৃত্যনাষ্ঠানে ব্যবহৃত এইসব এনশিয়েন্ট মৃতশিল্প এবং মেটাফোরিক টেরাকোটা মূর্তিসমূহ ষোড়শ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বলে অনুমান করা হচ্ছে। আকান সম্প্রদায় আজো তাদের এনশিয়েন্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের অনুকরণে শিল্পকর্ম তৈরী করছে এবং বিভিন্ন

উৎসব-পার্বনে অবিকল রীতিতে ব্যবহার করছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আকান সম্প্রদায় অত্র অঞ্চলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত ছিল। ঘানা এবং আইভরিকোস্টে বর্তমানে আকান সম্প্রদায়ের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

১২ জুলাই ২০০৬। দাউক্রু থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে একটি ছোট্ট শহর, বায়াক্রু। এই শহরের একটি আঁতুরঘর থেকে ভেসে আসছে এক অসহায় মায়ের আতঁচিংকার। আকাশে ঘন-কালো মেঘ। এক্ষুণি বন-বাঁদাড় ভেঙে নেমে আসবে ঝড়-বৃষ্টি। মাতৃত্বের কোন আনন্দ নেই শান্তালের চোখে মুখে। ও জানে যে শিশু ভূমিষ্ট হবে আজ, তার জন্য এক ফোটা দুধ নেই, এক চিলতে বিছানা নেই, এক ফোটা বাতাস নেই, আছে কেবল হত্যাকারীর উদ্যত মাশেইদ। তারপর কবরের অন্ধকার, খন্ডিত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়বে শান্তালের নাড়ি ছেঁড়া ধন। এক অন্ধকার পৃথিবী থেকে আরেক অন্ধকার পৃথিবীর পথের যাত্রী আজ এ শিশু। আঁতুরঘরের বাইরে শান্তালের মা, বাবা, আট ভাই, চার বোন, ক'জন পড়শি আর একটি উন্মুক্ত মাশেইদ হাতে জল্লাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওর বড় চাচা তুরে কোনা। আঁতুরঘর থেকে ভেসে আসছে এক নবজাতকের চিংকার। এইমাত্র ভূমিষ্ট হয়েছে শান্তালের নাড়িছেঁড়া ধন। বেরিয়ে এসেছে অন্ধকারের ঢাকনা খুলে আলোর পৃথিবীতে। চারপাশ প্রকম্পিত করে কাঁদছে এ শিশু। ও কি টের পেয়েছে সমূহ বিপদ? আর সেজন্যই কি এই সুতীর চিংকার? কি বলতে চায় এ নিম্পাপ শিশু? এই চিংকারের কি কোন ভাষা আছে? ও কি বলতে চাইছে আমাকে মেরো না। আমারও আছে বাঁচবার অধিকার। এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি বাঁচতে এসেছি, আমাকে বাঁচতে দাও।



দূরে, পাহাড়ের ওপরে, রাবারের বন ঢাকা পড়েছে কলো মেঘের নিচে। বাইরে অস্থিরতা। আর দেরী করা ঠিক হবে না। এই অশুভ চিংকার যার কানে যাবে তারই অমঙ্গল হবে। অমঙ্গলের শেকড় যতো তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা যায় ততোই ভালো। ঘন-কালো মেঘ দেখে উল্লাসে দাঁত বের করে হাসছে অপেক্ষমান আকান নারী-পুরুষ। সম্প্রদায়ের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ওরা অপেক্ষা করছে

আঁতুরঘরের বাইরে। এখনি বৃষ্টি হবে। তার আগেই সেরে ফেলতে হবে পবিত্র কাজ। অশুভ রক্তের দাগ ধুয়ে নিয়ে যাবে কল্যাণের বারিধারা। এক মহাঅভিশাপ থেকে মুক্ত হবে আকান সম্প্রদায়।

দু'জন বয়স্ক আকান নারী বেরিয়ে এলো আঁতুরঘর থেকে। আর তখনি একটি বিকট গোঙানি এসে আছড়ে পড়ে বায়াকুর আকাশে বাতাসে। না, নিও না। শান্তালের এই আর্তি কেউ শোনে না। এমনি হাজারো আকান নারী তাদের প্রথম সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য যুগে যুগে কেঁদেছে। কেউ শোনেনি তাদের কান্না। দু'জন বয়স্ক নারীর একজনের কোলে এই অভিশপ্ত শিশু।

কে এই নারী ঝামেলা করছে বাড়ির সদর দরোজায়? না, ওকে মারবে না। আমি নেবো, আমি নেবো। ওকে আমি আবিদজান নিয়ে যাবো। ক্যাথেরিন ওর নাম। কাপড়ের ব্যবসা করে। কাপড় বেঁচতে এসেছে বায়াকুতে। ক্যাথেরিনের মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। কোলে তুলে নেয় শিশুটিকে। কোলে নিয়েই বলে, এ শিশুর নাম গ্রেস। এ শিশু ঈশ্বরের আশির্বাদ।

আজ ৮ নভেম্বর ২০০৬। আমার সাথে কর্নেল দিদার। আমরা দেখতে যাই গ্রেসকে। একটি বেবিকটে শুয়ে কি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে গ্রেস, এক নিষ্পাপ শিশু। চারমাসের এ শিশুর খাটের পাশে এক পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত ক্যাথেরিন। কেন আপনি এ শিশুকে বুকে তুলে নিলেন? এ রকম ক'জনের জীবন আপনি বাঁচাতে পারবেন? ক্যাথেরিনের উদ্ভাসিত হাসি ঝলমল করে ওঠে, আমি একজন আকান পুত্রবধু। আমার স্বামী ত্রোরে কারিম ছিলেন এদেশের একজন মন্ত্রী। আপনি হয়ত জানেন না আইভরিকোস্টের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনিও ছিলেন আকান সম্প্রদায়ের মানুষ। বৈগনির মৃত্যুর পর দেশের প্রেসিডেন্ট হন হেনরি কোনা বেদি। তিনিও একজন আকান। শুধু তাই না আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বানিও আকান সম্প্রদায়েরই মানুষ। এদের নাম এজন্য বললাম, এই সম্প্রদায়ে এতো বিখ্যাত এবং ক্ষমতাধর মানুষের উৎপত্তি সত্ত্বেও শিশু হত্যার এই কুসংস্কার আজো বন্ধ করা যায়নি। কারণ এর শেকড় অনেক গভীরে। প্রতিটি আকানের রক্তে, মজ্জায়। আমিও কি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি? করছি না। সেই শক্তি আমার নেই। প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনি কিছু কাজ করেছিলেন। তিনি এরকম শিশুদের উদ্ধার করে এনে রাজপ্রাসাদে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আইভরিকোস্টের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দুক সাগা বৈগনির রাজপ্রাসাদে লালিত শিশুদেরই একজন। প্রেসিডেন্ট বৈগনির মতো মানুষও এই প্রথা বন্ধ করতে পারেননি।



ক্যাথেরিনের বাসা থেকে আমরা যখন বের হয়ে আসি তখন রাত দশটা। আবিদজান শহরের নাইটক্লাবগুলো এখন নিশ্চয়ই জমে উঠতে শুরু করেছে। রঙিন আলোর ফোয়ারায় ভাসছে এই শহর। হয়ত এখন দাউজু বা বায়াজুর কোন অন্ধকার গ্রামে জন্ম নিচ্ছে গ্রেস-এর মতো কোন অভিশপ্ত শিশু। আর আঁতুরঘরের বাইরে উদ্যত মার্শেইদ হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক আকান পুরুষ, সভ্যতার জন্মদ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১০ নভেম্বর, ২০০৬